দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JAN 1990
পৃষ্ঠা 5 কলাম

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের নামে সরকারী পদক্ষেপের নিন্দা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভায় ১৯৭৩ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ আধুনিকীকরণের নামে এককভাবে সরকারী পদক্ষেপে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে

(শেষ পৃঃ ৩ এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ

(১ম পাতার পর)

জানানো হয় : গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে ফেডারেশন সভাপতি অধ্যাপক এম, মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় : অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৭৩ সংশোধনের নামে সরকারী হস্তক্ষেপ শিক্ষক সমাজ কোন অবস্থাতেই মেনে নেবে না। স্বাধীনতার ফসল হিসেবে প্রাপ্ত ১৯৭৩-এর গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ সমুন্নত রাখতে শিক্ষক সমাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সভায় উল্লেখ করা হয় যে, দেশে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজের সার্বিক উন্নতিকল্পে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ কোনরূপ সময়োপযোগী পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে অবশ্যই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও ফেডারেশনের মাধ্যমে শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই কেবল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জানান : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর প্রস্তাবিত একতরফা সংশোধনীর প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সমিতির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, '৭৩-এর অধ্যাদেশ শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল এবং স্বাধীনতার মতই রক্তের মূল্যে কেনা। কোন মহলের এককভাবে এই অধ্যাদেশ সংশোধনের প্রয়াস শিক্ষক সমাজ মেনে নিতে পারে না, বরং সময়োপযোগী করার জন্য যে কোন সংশোধনী কেবলমাত্র শিক্ষকদের বৈধ প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা সাপেক্ষেই হতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে এই সংশোধন প্রচেষ্টা শিক্ষক সমাজকে শৃংখলিত ও বশীভূত করার অপপ্রয়াস বলে উল্লেখ করা হয়।